Sanatan Dharma

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী Life

কুতুবপুর নদীয়া জেলার তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার একটি ছোট গ্রাম। এখন মেহেরপুর বর্তমান বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা, ভারত সংলগ্ন একটি নতুন ছোট দেশে। এটি বৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। কুতুবপুর গ্রাম মুসলমান, তাঁতি, কামার, মৃৎশিল্পী সহ বিভিন্ন ধরণের মানুষের আবাসস্থল ছিল। এই গ্রামে কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুও বাস করত।

ভুবনমোহন ভট্টাচার্য, একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু ব্রাহ্মণ, গ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামবাসী তাকে একজন সহৃদয়, বিদ্বান ও ধার্মিক হিন্দু হিসেবে সম্মান করত। তাঁর পারিবারিক উপাধি ছিল চট্টোপাধ্যায়। যেহেতু তাদের পরিবারের পুরোহিত হিসাবে কাজ করার উত্তরাধিকার ছিল, তাই গ্রামবাসীরা তাদের 'ভট্টাচার্য পরিবার' বলে সম্বোধন করে পরিবারকে সম্মান দিত। তাই ভুবনমোহন এলাকায় ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় নয় বরং ভুবনমোহন ভট্টাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন।

ভুবনমোহন অত্যন্ত সুখী পারিবারিক জীবন যাপন করতেন। তারা খুব ধনী না হলেও পরিবারের সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও কাপড়ের অভাব ছিল না। তাঁর একনিষ্ঠ স্ত্রী যোগেন্দ্রমোহিনী ছিলেন দেবী লক্ষ্মীর মতো। তার ডাক নাম ছিল মানিকসুন্দরী। তিনি খুব যত্নশীল এবং প্রেমময় স্ত্রী ছিলেন। তিনি খুব দক্ষতার সাথে সংসার সামলাতেন। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন এবং এলাকার দরিদ্র ও অভাবী মানুষের যত্ন নিতেন। তিনি কখনই তাদের বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরতে দেননি। গ্রামবাসীরা

যোগেন্দ্রমোহিনীকে খুব পছন্দ করত কারণ তার করুণাময়, প্রেমময়, যত্নশীল, ধার্মিক এবং সেবামূলক প্রকৃতির জন্য।
ছেলে সন্তান না হওয়ায় ভট্টাচার্য দম্পতি খুবই অসুখী ছিলেন। তাদের দুই মেয়ে ছিল। যাইহোক, তারা একটি পুত্র সন্তানের জন্য খুব আগ্রহী ছিল।

তাই, যোগেন্দ্রমোহিনী পুত্র লাভের জন্য অনেক ধর্মীয় আচার পালন করতেন এবং এর জন্য পারিবারিক দেবতা মঙ্গলা-চণ্ডীর প্রার্থনা করতেন। তিনি বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন কারণ, একটি পুরুষ সন্তানের অনুপস্থিতিতে, তাদের পরিবারের নাম বহন করার মতো কেউ থাকবে না এমনকি যদি তারা খুব ধার্মিক ছিল এবং একটি আদর্শ পারিবারিক জীবন যাপন করত।

ভট্টাচার্য পরিবার বংশ পরম্পরায় দেবীর পূজারী ছিল। ভুবনমোহন এবং যোগেন্দ্রমোহিনী পুত্রের আশীর্বাদ পেতে তাদের পারিবারিক দেবীর পূজায় মগ্ন হয়ে পড়েন।
এটি ছিল বাংলা বর্ষপঞ্জির ১২৮৬ সালের আশ্বিন মাস (অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ভুবনমোহন তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম রাধাকান্তপুর থেকে ফিরছিলেন।

সেই সন্ধ্যার সময় তিনি ভৈরব নদীর তীরে সন্ধ্যার পূজার্চনা করার সিদ্ধান্ত নেন। হাত-পা ধুতে নদীর জলে নামতে যাচ্ছিলেন তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আকাশ থেকে একটি ছোট তারার মতো একটি উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বস্তু নদীতে পড়ছে। এটি তার খুব কাছাকাছি ভ্রমণ করছে যেন এটি থেকে কিছু রশ্মি তার শরীর স্পর্শ করে। বস্তুটির আলো এতই উজ্জ্বল ছিল যে সে হতবাক হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। যাইহোক, তিনি হাত-পা ধুয়ে সন্ধ্যার নিত্যকর্ম শেষ করেন। তারপর বাড়ি ফিরে আসেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর যোগেন্দ্রমোহিনী একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেন। তার মনে হয়েছিল যে কার্তিক দেবের মত দেখতে তিনি একটি সন্তানের প্রত্যাশা করছেন, তিনি তাঁকে খুব কাছে পর্যবেক্ষণ করছেন। তার আনন্দের সীমা থাকে না। এরপর তিনি নামগান ও প্রার্থনায় বেশি সময় কাটান। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ মাসের (আগস্ট) পূর্ণিমা রাতে ঝুলন পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবার ভট্টাচার্য দম্পতি একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। তাই রাধাকান্তপুর গ্রামে তার প্রথম ছেলের জন্ম হয়। এই পুত্রই পরবর্তীকালে বিখ্যাত গুরু এবং সাধক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব হন।

যোগেন্দ্রমোহিনীর মা এবং তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই সুন্দর এবং সুদর্শন শিশুর জন্মে খুব খুশি হয়েছিল। ভুবনমোহন সন্ধ্যায় সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছিলেন যখন তিনি উজ্জ্বল ছোট তারাটিকে ভৈরব নদীতে পড়তে দেখেছিলেন। রাশিফলের অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে পুত্র একটি শক্তিশালী রাশিচক্রের অবস্থান নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ভুবনমোহন তার ছেলের জন্য গর্বিত ছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে তার ছেলে একদিন একজন মহান এবং খুব বিখ্যাত মানুষ হবে। ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জেনে খুব খুশি হন তিনি।

পরিবারের সকলের সাথে পরামর্শ করে তিনি তার প্রথম পুত্রের নাম রাখেন নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত শব্দের অভিধানিক অর্থ হল নিরন্তর আলোকিত সূর্য। 'নলিনী' নামের অর্থ পদ্মফুল। সূর্য উদয়ের সাথে সাথে পদ্মের পাপড়িগুলি খুলে যায়। তাই সূর্যের অপর নাম 'নলিনীকান্ত', পদ্মের সৌন্দর্য ন্যায়, সবচেয়ে প্রিয়। এই নামটি প্রশান্তি, উদারতা, তেজ এবং সূর্যের প্রকাশ নাম উল্লেখিত করে। পুকুরের কাদায় পদ্ম জন্মে, সূর্য এটিকে আলো দেয় এবং একটি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের জন্য উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। এটাই সূর্য ও পদ্মের মধ্যে প্রেমময় সম্পর্ক। তাঁর পিতা যখন তাঁর নাম নলিনীকান্ত রাখেন, তখন তিনি জানতেন না যে এই নামটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের

Published on: Nov, 25 2024 18:08

সাক্ষ্য দবেে এবং তাঁর পুত্র সূর্যরে মতো দীপ্তি ছড়াবে, একদনি সদগুরু নগিমানন্দ হয়ে লক্ষাধকি মানুষরে হৃদয় আলোয় আলোকতি করবে।

Published on: Nov, 25 2024 18:08